যেতে যেতে পথে - আনিসুর রহমান

অজবেন মিডিয়া সেন্টারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মেলবোর্ণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শেষ হবার আগেই গোলাম মোস্তফা জানালেন কামরুল চৌধুরীর সাথে একটু দেখা করতে হবে। মনে মনে ভাবছি এক কাজের মধ্যে আবার অন্য কাজ কেন! মোস্তফা জানালেন আমরা, মানে অজবেন মিডিয়া সেন্টার খুব শিঘ্রী ২৬ পর্বের একটা নতুন নাটকের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। মেলবোর্ণ শহরের বাইরে কামরুল চৌধুরীর কয়েশ একর জমির ওপর একটা বিশাল ফার্ম আছে। ওখানেই শুটিং হবে। অষ্ট্রেলিয়ায় আছি অনেক বছর কিন্তু হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় ছাড়া ভেতরে গিয়ে কাছ থেকে ফার্ম হাউস দেখার সুযোগ আগে কখনো হয়নি। মনে মনে ভাবছি আমাকে একটু সাথে নিলে হয় না। তাই মোস্তফা যখন জিজ্ঞেস করলেন যাবেন নাকি। আমি একরকম লুফেই নিলাম তার অফার।

ছবি দেখা শেষ করে রওনা দিলাম কামরুল চৌধুরীর ফার্মের উদ্দেশ্যে; গোলাম মোস্তফা, জন মার্টিন, আমি এবং মেলবোর্ণের ব্রজেন হাওলাদার। ফার্মের কাছাকাছি যেতেই মনে হলো - এ কোথায় এলাম! সাদা কাঠের ফেন্স ঘেরা বিশাল সবুজ চত্তরে মাঝখানে বিশাল একটা বাড়ি। এ যে ডালাস ছবির সেট। আমাদের গাড়ি ফার্মের মেঠো পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। মনে হলো এই বুঝি দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে ভিক্টোরিয়া প্রিন্সিপল বা জে আর ইউইং। সেই সত্তুর দশকে দেখা অসম্ভব জনপ্রিয় ডালাস সিরিজের বিভিন্ন দৃশ্য একের পর এক ভেসে উঠতে লাগলো মনের পর্দায়। কিন্তু বাস্তব বড় নির্মম। কেউ হাসি মুখে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো না। আমরা নিজেরাই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। হল পেরিয়ে ডান দিকে যেতেই বিশাল রান্নাঘর। দেখি একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক আমাদের জন্য ডালপুড়ি ভাজছেন। বুঝলাম ইনিই কামরুল চৌধুরী। একজন সফল ব্যবসায়ী। দেশে তার পরিবার তিন পুরুষ ধরে প্রেসের বিজনেস করেছেন। এ দেশে এসে তিনিও সে লাইনেই ঝুকেছেন। এখন ছোট, বড়, মাঝরি এবং বিশাল বিভিন্ন সাইজের প্রেস এবং যন্ত্রাংশ আমদানী এবং রফতানী করেন পৃথেবীর বিভিন্ন দেশে। কয়কে বছর আগে হঠাৎ সখ হলো ফার্ম কিনবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। স্ত্রী ছেলে মেয়েদের নিয়ে শহরে থাকেন। ফার্মের কয়েশ গরু, ছাগল, লামা এবং হাস-মুরগীর দেখাশোনা করার লোক আছে। তিনি শুধু উইক এন্ডে আসেন। এত বড় বাড়িটা সারা সপ্তাহ খালি পড়ে থাকে।

"আমরা আপনার ফার্মটা একটু ঘুরে দেখতে চাই", বলতেই তিনি ডালপুড়ি ভাজার কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে রেখে বললেন চলেন। আমরা একে একে লামা, হাস-মুরগী, মাছ এবং গরুর খামার ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখছি আর ভাবছি এই সম্পূর্ণ ভিন্ন, অপরিচিত, অনভ্যস্ত এবং অবাঙ্গলী

পরিবেশে ২৬ পর্বের কেমন ছবি বানাবেন গোলাম মোস্তফা! মাথার ভেতর নানা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে।

ছবির নাম কি? কাহিনী কেমন? কে লিখেছেন? পরিচলক কে? কারা অভিনয় করবেন? কিন্তু এত প্রশ্নতো একবারে করা যায় না। আবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেলে খারাপ লাগবে - তাই ধীরে ধীরে এগুনোই ভালো। কামরুল চৌধুরীর ফার্মে কাটানো কয়েক ঘন্টা এবং পরদিন মেলবোর্ণ থেকে সিডনী ফেরার পথে গোলাম মোস্তফা এবং জন মার্টিনের সাথে আমার আলোচনা ঘুরে ফিরে এই সব প্রশ্নের চার পাশেই আবর্তিত হয়েছে।

একটি ফার্ম হাউসকে ঘিড়ে অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার দ্বন্দ এবং সংঘাত নিয়ে ২৬ পর্বের নাটকটি রচনা করেছেন জন মার্টিন। পরিচালনার ব্যাপারে প্রথমে আলাপ হয়েছিল তৌকির আহমেদের সাথে কিন্তু বিভিন্ন কারনে তিনি পারছেন না। মাহফুজ আহমেদ শুরু থেকেই নাটক তৈরীর আলোচনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তিতে স্ক্রিপ্ট পড়ে নাটকটি যৌথভাবে প্রযোজনা ও পরিচালানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি এই নাটকে অন্যতম প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ও করবেন। এ নাটকে বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থানীয় বাংলাদেশীরা ছাড়াও বেশ কিছু ভিন্ন ভাষাভাষীদের অভিনয়ের সম্ভাবনা আছে। গোলাম মোস্তফা আরো জানালেন আগামী ডিসেম্বরে সুটিং শুরু হবে। বর্তমানে প্রস্তুতি পর্ব চলছে আর তারই অংশ হিসাবে মেলবোর্নে বিভিন্ন লোকেশন ঘুরে দেখা।

প্রবাসে নাটক তৈরী করার জটিলতা অনেক। তবে বর্তমানে ফিল্ম মেকিং এ পড়াশুনা প্রায় শেষ করেছেন গোলাম মোস্তফা। তাকে বেশ কন্‌ফিডেন্টই মনে হলো। এত বড় পর্বের নাটক করার পেছনে যুক্তি দেখিয়ে মোস্তফা বললেন - "বিষয়টা অর্থনৈতিক। এ ক্ষেত্রে চ্যানেলগুলির ভূমিকাই বেশী। আমরা দক্ষিনায়ন নামে আগে যে নাটকটি তৈরী করেছিলাম প্রথমে তা ২৬ পর্বের জন্য চুক্তি হয়েছিলো। নাটকের প্রাথমিক স্ক্রিপ্ট পড়ে- বাংলাভিশন তা ৫২ পর্ব পর্যন্ত করতে বলে। ফলে চাপ এসে পড়লো নাট্যকার এবং পুরো দলের ওপর। জন মার্টিন সুটিং

চলাকালীন সময়ও নতুন পর্ব লিখেছেন। দক্ষিনায়ন ছিল আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। এক্সপেরিমেন্ট বলতে পারেন। আমাদের সফলতা এই যে ৫২ পর্বের এত বড় একটি নাটক আমরা শেষ করতে পেরেছি এবং বাংলাভিশনে তা প্রচারিত হয়েছে।

পরদিন মেলবোর্ণ থেকে সিডনী ফেরার পথে জন মার্টিন ২৬ পর্বের নতুন নাটকটির সম্পূর্ণ কাহিনীর সার সংক্ষেপ পড়ে শোনালেন। চমৎকার কাহিনী। ভালো করে নির্মাণ করতে পারলে এ নাটক দর্শক টানবে। জানতে চাইলাম নাটকের নাম কি ঠিক করেছেন? জন মার্টিন এবং গোলাম মোস্তফা প্রায় এক সাথে জবাব দিলেন, নাম এখনো ঠিক করা হয় নি। আপনি একটা নাম প্রস্তাব করেন। এমন ঝামেলায় পড়বো জানলে এ প্রশ্নই করতাম না। ওরাও নাছোড় বান্দা। কেন জানি হঠাৎ 'ক্যাঙ্গারু ভ্যালী' নামটা মাথায় এলো। বলে ফেললাম। মনে হলো পছন্দ হয়নি তবে জন মার্টিন কাগজে নামটা টুকে নিলেন।

বাম থেকেঃ জন মার্টিন, কামরুল চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা এবং ব্রজেন হাওলাদার